## হযরত আলী (রাঃ) এর ফযিলতঃ

১। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا - وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

**অর্থঃ** "আমি ইলমের শহর আর আলী ঐ শহরের দরজা"। হযরত আলী (রাঃ) হতে আর একটি হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমি জ্ঞানের শহর- হযরত আলী ঐ শহরের দরজা।" (তিরমিজি)

২। রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ و التِّرْمِذِيُّ)

২। অর্থঃ "আমি যার মাওলা- মনিব, আলীও তার মাওলা- মনিব।" (হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আন্হু সূত্রে ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিজি অত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩। অর্থঃ হযরত ছাআদ ইবনে ওয়াককাছ রাদিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন- "হযরত মুছা আলাইহিস সালামের কাছে হযরত হারুন আলাইহিস সালামের যেই মর্যাদা- আমার কাছেও তোমার সেই মর্যাদা- কিন্তু একটি কথা- তা হচ্ছে- আমার পরে আর কোন নবী নেই"। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)।

(হযরত মুসা (আঃ) হযরত হারুনকে তূর পর্বতে যাওয়ার সময় নিজের প্রতিনিধি করে রেখে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময়ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে মদিনায় প্রতিনিধি হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গেই উক্ত হাদীস। শুধু প্রতিনিধির মর্যাদা বর্ণনা করাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য। হুযুর (দঃ)-এর পর খলিফা হওয়ার কোন ইঙ্গিত এই হাদীসে নেই)।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ۔

৪। অর্থঃ হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আন্হা বর্ণনা করেন- রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "মুনাফিকরা আলীকে ভালবাসবেনা এবং মোমেনরা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেনা।" (ইমাম আহমদ ও তিরমিজি)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِسَدِّ الْاَبْوَابِ اِلَّا بَابَ عَلِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫। অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী সংলগ্ন মসজিদে প্রবেশের সকল সাহাবীর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ করেছেন- আলীর ঘরের দরজা ব্যতিত"। (তিরমিজি)।

[মসজিদে নববী সংলগ্ন অনেকের ঘর ছিল। সকলেই মসজিদে প্রবেশের জন্য দরজা রেখেছিলেন। হযরত আলীর ঘরও নবীজীর হুজরা মোবারকের উত্তর দিকে সংলগ্ন মসজিদমুখী ছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল দরজা বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করলেও হযরত আলী ও বিবি ফাতেমার দরজা বন্ধ করেননি। তাঁরা মসজিদের ভিতর দিয়েই যাতায়াত করতেন।]